আজকের কাগজ

তারিখ 05 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

ম্যাডাম, ঐ বিশ জন মেধাবী ছাত্রের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্যে আপনিই দায়ী

এনামুল হক শামীম

ম্যাডাম বলেছেন, 'মেধাবী ছাত্রদের নিয়ে রাজনীতি করা ঠিক নয়।' কথাটি বলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে। যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে ম্যাডামের এ কথা জাতীয় দৈনিক সমূহে প্রকাশিত হয়েছে এবং পত্রিকার পাতায় এ কথাটি পড়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিস্মিত এবং বিভ্রান্ত হয়েছি। ম্যাডাম মেধাবী ছাত্রদের নিয়ে রাজনীতি না করার আহবান জানিয়েছেন।, কথাটির অর্থ দাঁড়ায় মেধাবী ছাত্ররা যাতে রাজনীতিতে না জড়ায় তার জন্যে তিনি আন্তরিকভাবে সচেষ্ট। তবে এক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন, কাদের নিয়ে রাজনীতি করবো?

মেধাহীনদের নিয়ে?
খুনী সন্ত্রাসীদের নিয়ে?
চাঁদাবাজদের নিয়ে?
শিক্ষক প্রহারকারীদের নিয়ে?
টেন্ডার বাক্স ছিনতাইকারীদের নিয়ে?
এভাবে ক্রমশঃ দীর্ঘতর হয় প্রশ্নের তালিকা।

যাই হোক, ম্যাডাম যেভাবে কথাটি বলতে চেয়েছেন তা অবশ্য আমরা বুঝতে পেরেছি। তিনি কথা বলছিলেন বিশজন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির ব্যাপারে। এসব ছাত্র-ছাত্রীরা তার সঙ্গে সাক্ষাতের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার জন্যে সময় দিতে পারেনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু নয়, যে কোনো উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুনির্দিষ্ট পন্থা ও নীতিমালা রয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও কৃতকার্যতার মাধ্যমেই ভর্তি হতে হয় এবং এটা স্বাভাবিক। যে যতোই মেধাবী হোক, কোনো ছাত্র-ছাত্রীই এ নিয়মের উর্ধ্বে নয়।

আসুন দেখা যাক, কি কারণে এই বিশজন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ভর্তি পরীক্ষা ছিলো পূর্ব নির্ধারিত এবং হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী সে অনুযায়ী নিজেদের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। কি কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঐ একই দিনে এবং একই সময়ে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেয়ার মহান ইচ্ছা পোষণ করলেন তা প্রশ্নের দাবি রাখে। প্রধানমন্ত্রী কি ঐ সময়সূচি সম্পর্কে সদয় অবগত ছিলেন না? অবশ্য যেহেতু প্রধানমন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পাননি,

মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবন অনিশ্চয়তা ও সংঘাতের দিকে ধাবিত করার এই প্রক্রিয়া শুরু হয় বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর স্বামী প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সময় থেকেই। বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডের কৈশোর উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে তিনি প্রমোদ তরী হিযবুল বাহারে করে সমুদ্র ভ্রমণের নিয়ে যেতেন। উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতেন ক্যান্টনমেন্ট সৃষ্ট জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে। হাতে তুলে দিতেন অবৈধ অস্ত্র-পরিণত করতে চাইতেন জাতীয়তাবাদী সৈনিকে। মেধা ধ্বংসের এই নীলনক্সায় যে তরুণ হতে পারতো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠিত গবেষক অথবা অধ্যাপক, সে তরুণ আজ বিভ্রান্ত, আঁধার পথের যাত্রী।

সেহেতু তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, ঐতিহ্য, শৃঙ্খলা ও নীতিমালা সম্পর্কে অবগত এবং শ্রদ্ধাশীল নন এটাই ধারণা করা সমীচীন।

কিন্তু তিনি যদি মনে করে থাকেন, যেভাবে বিরোধী দলবিহীন সংসদ পরিচালনা করছেন, কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে বিএনপি নেতাদের কাগজের পারমিট দিচ্ছেন, ছাত্রদলের নেতাদেরকে দিচ্ছেন সারের পারমিট, সেই একইভাবে উক্ত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পারমিট দেবেন, তাহলে তিনি নিঃসন্দেহে ভুল করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর কথা বাদ দিলাম, প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যে সকল কর্মকর্তা উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন, তারা এ বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্যানুসন্ধান না করেই এ ধরনের একটি পরিকল্পনা কেনো করলেন?

আমি কোনোভাবেই ২০ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর বিরোধিতা করছিনা। কারণ তারা প্রধানমন্ত্রীর পদ্ধতি বহির্ভূত ইচ্ছার শিকার। তারা মনে করেছেন যেহেতু প্রধানমন্ত্রীর উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা, সেহেতু তিনিই তাদের ভর্তিসংক্রান্ত জটিলতা নিরসন করবেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর এটা নির্ভরশীল নয়। প্রধানমন্ত্রীর মিথ্যা আশ্বাস তাই এই ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষাজীবনকে আজ অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবন অনিশ্চয়তা ও সংঘাতের দিকে ধাবিত করার এই প্রক্রিয়া শুরু হয় বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর স্বামী প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সময় থেকেই। বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডের কৈশোর উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে তিনি প্রমোদ তরী হিযবুল বাহারে করে সমুদ্র ভ্রমণের নিয়ে যেতেন। উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতেন ক্যান্টনমেন্ট সৃষ্ট জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে। হাতে তুলে দিতেন অবৈধ অস্ত্র-পরিণত করতে চাইতেন জাতীয়তাবাদী সৈনিকে। মেধা ধ্বংসের এই নীলনক্সায় যে তরুণ হতে পারতো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠিত গবেষক অথবা অধ্যাপক, সে তরুণ আজ বিভ্রান্ত, আঁধার পথের যাত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর এই অর্বাচীন সিদ্ধান্তের ফলে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের স্বপ্নের ফুলে আজ জাতীয়তাবাদী কীটের দংশন। বিনা অপরাধে আজ ওরা বিতর্কিত। প্রধানমন্ত্রী আজ ওদের দাঁড় করাতে চাচ্ছেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের মুখোমুখি প্রতিপক্ষ রূপে।

ময়ূরীও নাকি নাচতে নাচতে তার কদাকার পদযুগলের দিকে তাকালে নাচ বন্ধ করে দেয়। মাননীয়া ম্যাডাম শিক্ষকদের উপদেশ দেয়ার আগে একবার বিবেকের আয়নায় নিজেকে দেখবেন কি? আপনি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো শিক্ষককে নিয়ে রাজনীতি করেছেন এবং কিভাবে তাদের পুরস্কৃত করছেন অথচ অন্যদের আজ আপনি তিরস্কৃত করছেন?

এনামুল হক শামীম : সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, সাবেক ভিপি জাকসু ও নির্বাচিত সদস্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট।